শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা
www.lgd.gov.bd

নং-৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৬.০০৩.২০২০- ১৬৬

তারিখ: ০৬ কার্তিক ১৪২৭ / ২২ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০ এর খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।

সূত্র : ১)নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এর স্মারক নং-৩০৩; তারিখ: ০১/১০/২০২০।
সূত্র: ২) অত্র বিভাগের আইন-১ শাখার স্মারক নং-৪৬.০২০.০০৪.০৫.০০.০০২.২০১৭/৬৯০; তারিখ: ০৬/১০/২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারক দু'টির পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০ এর খসড়ার বিষয়ে মতামত ২৮/১০/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামোতাবেক ..... পাতা।

(মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৫৫৬৮
email:lgzp@lgd.gov.bd

চেয়ারম্যান
জেলা পরিষদ,.....জেলা (সকল)।

অনুলিপি:

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ,.....জেলা (সকল)।
৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
৭। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য)।

(২) নির্বাচন অধিকর্তা নিয়োগ তালিকা প্রস্তুত করিবার পর, তালিকাভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরী কমিশনে ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রধানগণের নিকট লিখিত অনুরোধ করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

(৩) নির্বাচন অধিকর্তার উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত নিয়োগ তালিকা হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা এবং ভোটকেন্দ্র অধিকর্তাকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা এবং ভোটকক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অধীন বা পক্ষে কর্মরত আছেন বা ছিলেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।

২০। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্ব।**—এই আইন ও আইনের অধীন বিধিমালার বিধান অনুসারে ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা ভোটগ্রহণ পরিচালনা করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকিবেন। নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ কমিশনের নির্দেশানুসারে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

২১। **ভোটার তালিকা সরবরাহ।**- (১) কমিশন, প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন অধিকর্তাকে নির্বাচনের সময়সূচি জারির অব্যবহিত পরেই উক্ত এলাকার ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবেন।

(২) নির্বাচন অধিকর্তা উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ভোটকেন্দ্র অধিকর্তাকে সরবরাহ করিবেন।

(৩) নির্বাচন অধিকর্তা জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য এবং উপজেলা পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য পৃথক পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবেন।

২২। **নির্বাচনে অংশগ্রহণ।**- মেয়র, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত বা স্বতন্ত্র প্রার্থী হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হইতে হইবে না।

নির্বাচন পরিচালনা

২৩। **নির্বাচনের বিভিন্ন কার্যক্রমের তারিখ নির্ধারণ।**— (১)কমিশন, নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, নির্ধারিত সময়সূচির বিভিন্ন তারিখ উল্লেখ করিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এইরূপ বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া নির্বাচনের তারিখসমূহ নির্ধারণসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন।

(২) কমিশনের নির্দেশ অনুসারে এবং বিধি অনুযায়ী নির্বাচন অধিকর্তা নির্ধারিত স্থানে বা স্থানসমূহে সময়সূচি প্রকাশ করিবেন।

(৩) উপ-নির্বাচন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

২৪। **মনোনয়নপত্র আহবানের প্রজ্ঞাপন।**-নির্বাচন অধিকর্তা, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহবান জানাইয়া, যথাশ্রীঘ্র সম্ভব, একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন। বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকিবে।

অতীব জরুরী

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
আইন-১ অধিশাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০২০.০০৪.০৫.০০.০০২.২০১৭/ ৬৯০

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪২৭ / ০৬ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০ এর খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র : নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এর স্মারক নং-৩০৩ তারিখ: ০১ অক্টোবর, ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের বিভিন্ন আইনে নির্বাচন সংক্রান্ত যে সকল বিধান রয়েছে তার মৌলিক বিধানাবলি অক্ষুন্ন রেখে একটি একীভূত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। একই সাথে প্রস্তাবিত আইনে কতিপয় ইংরেজি পদ-পদবী বাংলা শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। আইনটি চূড়ান্তকরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিগণের মতামতসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের সুচিন্তিত মতামতের প্রয়োজন।

০২। এতদবিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০" এর একটি খসড়া প্রেরণ পূর্বক আগামী ১লা নভেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিগণের মতামতসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের সুচিন্তিত মতামত একীভূত মতামত (সফট কপিসহ) প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং সিটিকর্পোরেশন শাখার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিগণের মতামত আনায়ন করা আবশ্যক।

০৩। এমতাবস্থায়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক প্রেরিত "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০" এর খসড়ার বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের সুচিন্তিত মতামত একীভূত করত: আগামী ২৫/১০/২০২০ তারিখের মধ্যে আইন-১ শাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৪। বিষয়টি অতীব জরুরী।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ..... ফর্দ।

০৬/১০/২০২০

মমতাজ বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৯৫

উপসচিব (জেলা পরিষদ/ উপজেলা পরিষদ/পৌর-১/২/ইউনিয়ন পরিষদ-১/সিটিকর্পোরেশন-১/২ শাখা),
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মন্ত্রী মহোদয়কে সদয় অবহিত করার জন্য)।
০২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সচিব মহোদয়কে সদয় অবহিত করার জন্য)।
০৩। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (ইপ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৫। যুগ্মসচিব (প্রশাসন/নগর উন্নয়ন-১/২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৬। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।

অতীব জরুরি

স্থানীয় সরকার বিভাগ
যুগ্মসচিব (আইন) অধিশাখা
১। আইন-১
২। আইন-২
১। জরুরি পেশ করুন
২। পেশ করুন
৩। নথিতে রাখুন
নম্বর ৭৩০
তারিখ ০১/১০/২০
স্বাক্ষর

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১২.২০-৩০৩

তারিখ: ১৬ আশ্বিন ১৪২৭
০১ অক্টোবর ২০২০

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০ এর খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদান প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের বিভিন্ন আইনে নির্বাচন সংক্রান্ত যে সকল বিধান রয়েছে তার মৌলিক বিধানাবলি অক্ষুন্ন রেখে একটি একীভূত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। একই সাথে প্রস্তাবিত আইনে কতিপয় ইংরেজি পদ-পদবী বাংলা শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আইনটি চূড়ান্তকরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিগণের মতামতসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের সুচিন্তিত মতামতের প্রয়োজন।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০" এর একটি খসড়া প্রেরণ করা হলো। এ বিষয়ে আগামী ১লা নভেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের মতামতসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের সুচিন্তিত একীভূত মতামত (সফ্‌ট কপিসহ) প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৩। পরামর্শ প্রেরণের ঠিকানা: সিনিয়র সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ (Email: secretary@ecs.gov.bd)।

০৪। বর্ণিতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশিত হয়ে অনুরোধ করা হলো।

০১/১০/২০২০
(মোঃ আব্দুল হালিম খান)
উপসচিব (নিঃসঃওসঃ)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ফোনঃ ০২৫৫০০৭৫১৬

সংযুক্তি ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০ এর খসড়া প্রজ্ঞাপন (২৬ পাতা)।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্ম-সচিব
ডাইরি নম্বর ৭৩০
০৪/১০/২০২০
স্বাক্ষর

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১২.২০-৩০৩

তারিখ: ১৬ আশ্বিন ১৪২৭
০১ অক্টোবর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ

১। সিনিয়র সচিব/সচিব....., মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
২। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব,....., (মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর এর সদয় অবগতির জন্য)।
৩। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়,ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)।
৪। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ....., এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .....,এর সদয় অবগতির জন্য)।
৫। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিঃ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(রৌশন আরা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (নিঃসঃ-১)

স্থানীয় সরকার বিভাগ
যুগ্মসচিব (আইন) অধিশাখা
১। আইন-১
২। আইন-২
১। জরুরি পেশ করুন
২। পেশ করুন
৩। নথিতে রাখুন
নম্বর
তারিখ
স্বাক্ষর

সর ঠিকানাঃ
ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

খসড়া প্রজ্ঞাপন-৭
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন), উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন), জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর মধ্যে নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন অধ্যায় এবং ধারা সংযুক্ত রহিয়াছে। উহা হইতে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধানাবলি আলাদা করিয়া স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে আনীত

বিল

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ বলে আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার অর্পিত রহিয়াছে এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন), উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন), জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর বিধানে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনে ন্যস্ত হইয়াছে, সেই প্রেক্ষিতে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**-(১) এই আইন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা উদ্দেশ্যে বর্ণিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(১) "আইন প্রয়োগকারি সংস্থা" অর্থ বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং অন্য কোন সরকারি আইন প্রয়োগকারি সংস্থা;

(২) "আচরণ বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত আচরণ বিধি;

(৩) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ১০ ধারায় গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ;

(৪) "ইউনিয়ন পরিষদ আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);

(৫) "ইভিএম" অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৬ বি এর অধীন অনুমোদিত ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন;

(৬) "ইলেকট্রনিক ব্যালট" অর্থ ইভিএম ব্যবহার করিয়া ভোট প্রদানের মাধ্যম যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও প্রতীক বা ক্ষেত্র বিশেষে শুধু প্রতীক প্রদর্শিত থাকে;

(৭) "উপজেলা পরিষদ আইন" অর্থ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন);

(৮) "ওয়ার্ড" অর্থ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ অথবা ইউনিয়ন পরিষদের কাউন্সিলর বা সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত এলাকা;

(৯) "কমিশন" অর্থ সংবিধানের সপ্তম ভাগে উল্লিখিত অর্থে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন;

(১০) "কাউন্সিলর" অর্থ কোন সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার সাধারণ আসনের বা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর;

(১১) "চেয়ারম্যান" অর্থ জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান;

(১২) "জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা" অর্থ নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮ এর তফসিলে উল্লিখিত সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা;

(১৩) "জেলা পরিষদ আইন" অর্থ জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন);

(১৪) "দন্ডবিধি" অর্থ The Penal Code (Act No. XLV of 1860);

(১৫) "দেওয়ানী কার্যপ্রণালী বিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908)

(১৬) "নির্ধারিত" অর্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে;

(১৭) "নির্বাচন অধিকর্তা (রিটার্নিং অফিসার)" অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন নিযুক্ত কোন নির্বাচন অধিকর্তা, এবং নির্বাচন অধিকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনকারী একজন সহকারী নির্বাচন অধিকর্তাও (সহকারী রিটার্নিং অফিসার) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(১৮) "নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ এই আইনের ধারা ৫৪ এর অধীনে গঠিত নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল;

(১৯) "নির্বাচনী এলাকা" অর্থ মেয়র, কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত এলাকা;

(২০) "নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল" অর্থ একই আইনের ধারা ৫৪ এর অধীন গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল;

(২১) "নির্বাচনপূর্ব" অর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সূচি বা বিজ্ঞপ্তি জারি হইতে ফলাফল গেজেটে প্রকাশ পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে;

(২২) "নির্বাচনী প্রতিনিধি (নির্বাচনী এজেন্ট)" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক ধারা ৩৮ এর অধীন নিয়োগকৃত নির্বাচনী প্রতিনিধি;

(২৩) "পোস্টার" অর্থ কাগজ, কাপড়, রেক্সিন, ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৪) "পৌরসভা" অর্থ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর ধারা ৬ এর অধীন গঠিত পৌরসভা;

(২৫) "পৌরসভা আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন);

(২৬) "প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী" অর্থ যিনি মেয়র, কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

(২৭) "প্রতিষ্ঠান" অর্থ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ অথবা ইউনিয়ন পরিষদকে বুঝাইবে;

(২৮) "ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(২৯) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৩০) "ভোটকক্ষ কর্মকর্তা (পোলিং অফিসার)" অর্থ কোন ভোটকেন্দ্রের জন্য ধারা ১৯ এর অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

(৩১) "ভোটকক্ষ প্রতিনিধি (পোলিং এজেন্ট)" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক ধারা ৩৯ এর অধীন নিয়োগকৃত ভোটকক্ষ প্রতিনিধি;

(৩২) "ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা (প্রিজাইডিং অফিসার)" অর্থ কোন ভোটকেন্দ্রের জন্য ধারা ১৯ এর অধীন নিযুক্ত কোন ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, এবং ভোটকেন্দ্র অধিকর্তার দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী একজন সহকারী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তাও (সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৩৩) "ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা" অর্থ ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, সহকারী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা ও ভোটকক্ষ কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(৩৪) "ব্যালট পেপার" অর্থ নির্বাচনে ভোট প্রদানের মাধ্যম যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও প্রতীক বা ক্ষেত্র বিশেষে শুধু প্রতীক কাগজে লিপিবদ্ধ থাকে;

(৩৫) "ব্যালট বাক্স" অর্থ ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণের জন্য ব্যবহৃত বাক্স;

(৩৬) "মেয়র" অর্থ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার মেয়র;

(৩৭) ''রাজনৈতিক দল'' অর্থ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯০এ- এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;

(৩৮) "সদস্য" অর্থ জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের কোন সাধারণ আসনের বা সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত সদস্য;

(৩৯) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(৪০) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

(৪১) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধীন গঠিত কোন সিটি কর্পোরেশন;

(৪২) "সিটি কর্পোরেশন আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন); এবং

(৪৩) ''স্বতন্ত্র প্রার্থী'' অর্থ এইরূপ কোন প্রার্থী যিনি রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়নপ্রাপ্ত নহেন।

৩। **কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা।** - (১) কমিশন, যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় যে কোন দায়িত্ব পালন বা সহায়তা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) সরকারের সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কমিশনকে উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করিবে এবং এই আইন বলে কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেইরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে, কমিশন অনুরোধ করিলে, রাষ্ট্রপতি কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন

৪। **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান।**- কমিশন, ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন, জেলা পরিষদ আইন, সিটি কর্পোরেশন আইন, এবং পৌরসভা আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের পদসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন।

৫। **সিটি কর্পোরেশন।**—সিটি কর্পোরেশন আইন এর ধারা ৫ অনুসারে গঠিত প্রত্যেক -সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এই আইন ও বিধি অনুসারে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

৬। **পৌরসভা।**— পৌরসভা আইন এর ধারা ৬ অনুযায়ী গঠিত প্রত্যেক – পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এই আইন ও বিধি অনুসারে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

৭। **জেলা পরিষদ** ।- জেলা পরিষদ আইন এর ধারা ৪ অনুযায়ী গঠিত প্রত্যেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ জেলা পরিষদ আইন এর ধারা ১৭ অধীন গঠিত নির্বাচক মন্ডলীর ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

৮। **উপজেলা পরিষদ** ।- (১) উপজেলা পরিষদ আইন এর ধারা ৬ অনুযায়ী গঠিত প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানগণ এই আইন ও বিধি অনুসারে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

(২) সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ উপজেলা পরিষদ আইন এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবেন।

৯। **ইউনিয়ন পরিষদ**।– ইউনিয়ন পরিষদ আইন এর ধারা ১০ অনুযায়ী গঠিত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই আইন ও বিধি অনুসারে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

১০। **মেয়র, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর ও সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা**।– (১) কোন ব্যক্তি মেয়র, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর ও সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;
(খ) তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়;
(গ) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে তাহার নাম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকায় যে অংশ সংশ্লিষ্ট জেলাভুক্ত অথবা ক্ষেত্রমত, উক্ত জেলার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডভুক্ত এলাকা সংক্রান্ত সেই অংশের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি মেয়র, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর ও সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার জন্য যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঘ) কোন ফৌজদারী বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) প্রজাতন্ত্রের বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক পদে সার্বক্ষণিক অধিষ্ঠিত থাকেন;

(চ) কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করে এইরূপ একটি বেসরকারি সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহীর পদ হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা পদচ্যুতির পর তিন বৎসর অতিবাহিত না করিয়া থাকেন;

(ছ) কোন সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সরকারকে পণ্য সরবরাহ করিবার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তিনি তাহার নিজ নামে বা তাহার ট্রাস্টি হিসাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে বা তাহার সুবিধার্থে বা তাহার উপলক্ষ্যে বা কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তাহার কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন;

ব্যাখ্যাঃ উপরি-উক্ত দফা (ছ) এর অধীন আরোপিত অযোগ্যতা কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যে ক্ষেত্রে-

(১) চুক্তিটিতে অংশ বা স্বার্থ তাহার উপর উত্তরাধিকারসূত্রে বা উইলসূত্রে প্রাপক, নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে হস্তান্তরিত হয়, যদি না উহা হস্তান্তরিত হইবার পর ছয় মাস অথবা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বর্ধিত সময় অতিবাহিত হয়; অথবা

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন পাবলিক কোম্পানীর দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে যাহার তিনি একজন শেয়ার হোল্ডার মাত্র, তবে উহার অধীন তিনি কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত পরিচালকও নহেন বা ম্যানেজিং এজেন্টও নহেন; অথবা

(৩) তিনি কোন যৌথ হিন্দু পরিবারের সদস্য এবং চুক্তিতে তাহার অংশ বা স্বার্থ নাই এইরূপ কোন স্বতন্ত্র ব্যবসা পরিচালনাকালে পরিবারের অন্য কোন সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে।

(জ) বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা একই প্রতিষ্ঠানের কোন বিষয়ে তাহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের ডিলার হন;

(ঝ) বসবাসের নিমিত্ত গৃহ-নির্মাণের জন্য কোন ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণ ব্যতীত, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখে তদ্‌কর্তৃক কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ বা উহার কোন কিস্তি পরিশোধে খেলাপী হইয়া থাকেন;

(ঞ) এমন কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন, যাহা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ বা উহার কোন কিস্তি পরিশোধে, মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তারিখে খেলাপী হইয়াছে;

ব্যাখ্যাঃ উপরি-উক্ত দফা (ঝ) ও (ঞ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে "ঋণ খেলাপী" অর্থে ঋণ গ্রহীতা ছাড়াও বন্ধকদাতা বা জামিনদার, যিনি বা যাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা ফার্ম Banker's Book of Account এ ঋণ খেলাপী হিসাবে চিহ্নিত আছে তাহাদেরকেও বুঝাইবে;

(ট) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী রাখেন;

(ঠ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গৃহীত কোন ঋণ তাহার নিকট অনাদায়ী রাখেন বা প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহার কোন আর্থিক দায়-দেনা থাকে;

(ড) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কিংবা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী দায়যোগ্য অর্থ প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ না করেন;

(ঢ) অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংসদের সদস্য হন;

(ণ) কোন সরকারি বা আধাসরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি, ইত্যাদি হইতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধে চাকুরীচ্যুত হইয়া পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত না করেন;

(ত) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে Penal Code, 1860 (Act No.XIV of 1860) এর section 189 ও 192 অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(থ) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে Penal Code, 1860 (Act No.XIV of 1860) এর section 213, 332, 333 ও 353 অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত ও অপসারিত হন;

(দ) কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন;

(ধ) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হন।

(৩) প্রত্যেক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় এই মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা দাখিল করিবেন যে, উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তিনি সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচনের অযোগ্য নহেন।

মেয়াদ ও নির্বাচনের সময়

১১। **প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ।**—ইউনিয়ন পরিষদ আইন এর ধারা ২৯, উপজেলা পরিষদ আইন এর ধারা ৭, জেলা পরিষদ আইন এর ধারা ৫, সিটি কর্পোরেশন আইন এর ধারা ৬ ও পৌরসভা আইন এর ধারা ৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ নির্ধারিত হইবে।

১২। **নির্বাচনের সময়।**— ইউনিয়ন পরিষদ আইন এর ধারা ২৯, উপজেলা পরিষদ আইন এর ধারা ১৭, জেলা পরিষদ আইন এর ধারা ১৯, সিটি কর্পোরেশন আইন এর ধারা ৩৪ ও পৌরসভা আইন এর ধারা ২০ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দৈব দুর্বিপাকজনিত কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হইলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের জন্য সুবিধাজনক তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৩। **মেয়র, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর বা সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান।** —নির্ধারিত তারিখে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের– চেয়ারম্যান ও সদস্য, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান,ভাইস- চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর এবং পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে ভিন্ন তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যাইবে।

১৪। **শূন্যপদ পূরণ।**– কোন প্রতিষ্ঠানের শুন্যপদের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দৈব দুর্বিপাকজনিত কারণে শুন্যপদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হইলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের জন্য সুবিধাজনক তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা

১৫। **ভোটার তালিকা।**– (১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২২ ও ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ অনুসারে কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকাধীন ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন।

(২) জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ আইনের ধারা ১৭ অনুযায়ী নির্বাচক মন্ডলীর সমন্বয়ে ভোটার তালিকা থাকিবে।

(৩) উপজেলা পরিষদ আইন এর ধারা ৬ এর উপধারা (৪) অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা, যদি থাকে, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য বা সংরক্ষিত মহিলা আসনের - কাউন্সিলরগণের একটি সমন্বিত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হইবে।

১৬। **ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ।**–(১) কমিশন, প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে বিধি অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবেন।

(২) কমিশন, ক্ষেত্র বিশেষে ভোটকেন্দ্রের তালিকায় তৎবিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ভোটকক্ষ, ভোটার এলাকা, ভোটার সংখ্যা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া, চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রসমূহের তালিকা, ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত, সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

১৭। **ভোটাধিকার।**— কোন ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় আপাততঃ যে নির্বাচনী এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে, তিনি সেই এলাকার যথাক্রমে মেয়র, চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, ভাইস-চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই সকল পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা পরিষদ নির্বাচনে জেলা পরিষদ আইনের ধারা ১৭ অনুযায়ী নির্বাচক মন্ডলীর তালিকাভুক্ত ভোটারগণ ভোট প্রদান করিতে পারিবেন;

আরো শর্ত থাকে যে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজেলা পরিষদ আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনে সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচক মন্ডলীর তালিকাভুক্ত ভোটারগণ ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

১৮। **নির্বাচন অধিকর্তা নিয়োগ।**—(১) কমিশন, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে একজন কর্মকর্তাকে নির্বাচন অধিকর্তা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী নির্বাচন অধিকর্তা নিয়োগ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, একজন কর্মকর্তাকে দুই বা ততোধিক উপজেলা পরিষদের জন্য নির্বাচন অধিকর্তা নিয়োগ করা যাইবে।

(২) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে -

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে বা, ক্ষেত্রমত, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে একজন কর্মকর্তাকে নির্বাচন অধিকর্তা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী নির্বাচন অধিকর্তা নিয়োগ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, একজন কর্মকর্তাকে দুই বা ততোধিক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য নির্বাচন অধিকর্তা নিয়োগ করা যাইবে।

(৩) নির্বাচন অধিকর্তা, কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, আইন ও বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৪) সহকারী নির্বাচন অধিকর্তা এই আইনের অধীন নির্বাচন অধিকর্তার কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা করিবেন এবং তিনি নির্বাচন অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণ ও কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্তসাপেক্ষে, নির্বাচন অধিকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

১৯। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ।**—(১) নির্বাচন অধিকর্তা, তাহার অধিক্ষেত্রভুক্ত নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, সহকারী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা এবং ভোটকক্ষ কর্মকর্তার নিয়োগ তালিকা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন ও প্রয়োজনে পার্শবর্তী এলাকার সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রধানগণকে, তিনি যে গ্রেড উল্লেখ করিবেন সেই গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের একটি তালিকা সরবরাহ করিবার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন এবং অনুরূপ অনুরোধের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রধানগণ নির্বাচন অধিকর্তাকে তদ্‌নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের একটি তালিকা সরবরাহ করিবেন।

২৫। **মনোনয়ন।**- (১) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন ভোটার প্রতিষ্ঠানের কোন পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি, মেয়র, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর বা সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকিলে সেই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন।

(৩) ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ব্যতীত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রার্থী প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের সাথে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ব্যক্তিগত পরিচয়, পেশা, আয়, সম্পদ ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্বলিত হলফনামা দাখিল করিবেন।

২৬। **জামানত।**—মনোনয়নপত্রের সাথে বিধি দ্বারা নির্ধারিত জামানতের টাকা জমা প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার অথবা ব্যাংকের রশিদ দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে কোনো প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হইলে একাধিক জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

২৭। **স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোটারের স্বাক্ষর যুক্ত তালিকা যাচাই পদ্ধতি।**—নির্ধারিত পদ্ধতিতে মেয়র, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত সমর্থনসূচক তালিকা যাচাই করা হইবে এবং উহা সঠিক পাওয়া গেলে উহা গ্রহণ করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে ভোটারদের স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা যাচাইয়ের প্রয়োজন হইবে না।

২৮। **একাধিক পদে প্রার্থিতায় বাধা ।**- (১) কোন ব্যক্তি একই সাথে একই প্রতিষ্ঠানের একাধিক পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি একই সাথে কোন প্রতিষ্ঠানের একাধিক পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন, তাহা হইলে তাহার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানের মেয়াদকালে কোন কারণে উহার মেয়র বা চেয়ারম্যান পদ শূন্য হইলে, কোন ভাইস-চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর বা সদস্য, মেয়র বা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ভাইস-চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর বা সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে।

তবে আরো শর্ত থাকে যে উপজেলা পরিষদের কোন ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হইলে কোন সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে।

২৯। **মনোনয়নপত্র বাছাই।**- নির্বাচন অধিকর্তা, তাহার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গ্রহণ বা বাতিল করিবেন।

৩০। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।**- (১) কোন প্রার্থী বা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন অধিকর্তার আদেশে সংক্ষুব্ধ হইলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত আপিলের উপর প্রদত্ত যে কোনো আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পুরণকল্পে কমিশন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক বা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা বা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাগণকে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করিবে এবং আইনের অধীন প্রজ্ঞাপন জারির সময় উক্ত নিয়োগ সম্পর্কে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৩১। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ।**- (১) নির্বাচনী অধিকর্তা, ধারা ২৯ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবেন।

(২) ধারা ৩০ এর অধীন যদি কোন আপিল দায়ের করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের চূড়ান্ত তালিকা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবেন।

৩২। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার।**- (১) বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন বা উহার পূর্বে, নির্বাচন অধিকর্তার নিকট আবেদনের মাধ্যমে তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন কোন অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইবে না।

(৩) নির্বাচন অধিকর্তা, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রত্যাহারের কোন আবেদন নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবেন।

(৪) নির্বাচন অধিকর্তা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পরের দিন নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

৩৩। **প্রতীক বরাদ্দ।**—নির্বাচন অধিকর্তা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দ করিবেন।

৩৪। **ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু।**- (১) ভোট গ্রহণের পূর্বে কোন পদে বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যু হইলে সংশ্লিষ্ট পদের নির্বাচনী কার্যক্রম নির্বাচন অধিকর্তা গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাতিল করিয়া দিবেন।

(২) নির্বাচন অধিকর্তা উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে জানাইবেন।

(৩) কমিশন এই আইনের ধারা ২৩ অনুযায়ী নূতন সময়সূচি জারি করিবেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৫। **কতিপয় কারণে নির্বাচন কার্যক্রম স্থগিতকরণ।** - নির্বাচন অধিকর্তা, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে মনোনয়ন পত্র গ্রহণ, বাছাই বা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবেন এবং তাহা কমিশনকে অবহিত করিবেন।

৩৬। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা।**- কোন পদে কেবলমাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকিলে উক্ত পদে তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

৩৭। **প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন।**— কোন নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকিলে গোপন ব্যালট অথবা ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে।

৩৮। **নির্বাচনী প্রতিনিধি নিয়োগ।**—কোন প্রার্থী বিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনী প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৩৯। **ভোটকক্ষ প্রতিনিধি নিয়োগ।**-বিধি অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনী প্রতিনিধি প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত সংখ্যক ভোটকক্ষ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৪০। **কতিপয় পরিস্থিতিতে ভোটকেন্দ্র স্থগিত বা বন্ধ করিবার ক্ষমতা।**— (১) ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, নিম্ন বর্ণিত কারণে ভোটগ্রহণ স্থগিত বা ক্ষেত্র বিশেষে বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন:-

(ক) ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাহত করার উদ্দেশ্য ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোন ব্যালট বা ব্যালট বাক্স বা ইভিএম বা অন্য কোন নির্বাচনী সামগ্রী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তার হেফাজত হইতে বেআইনীভাবে অপসারণ করা হইলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হইলে;

(খ) দুর্ঘটনাক্রমে কোন ব্যালট বাক্স বা ইভিএম ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ইভিএম এর যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে;

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ভোটগ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে, নির্বাচন অধিকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশনকে অবহিত করিবেন এবং কমিশন একই নির্বাচনী এলাকার অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফলের দ্বারা নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট না হইলে উক্ত ভোটকেন্দ্রে নূতনভাবে ভোট গ্রহণের নির্দেশ দিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নূতন ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন বন্ধকৃত ভোটকেন্দ্রে প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা যাইবে না।

(৪) উপধারা (১) এর অধীন ভোট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হইলে ভোটকেন্দ্র অধিকর্তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পুনরায় ভোট গ্রহণ শুরু করা যাইবে।

৪১। **নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগ।**— কমিশন, বিধি ও নীতিমালার আলোকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৪২। **ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ।**— ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, একসঙ্গে ভোটকেন্দ্রে কতজন ভোটারের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাইবে উহার সংখ্যা নির্ধারিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং নির্ধারিত ব্যক্তিদের ছাড়া ভোটকেন্দ্রে অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবেন না।

৪৩। **ভোটকেন্দ্র হইতে কতিপয় ব্যক্তিকে অপসারনের ক্ষমতা।**— ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা ভোটকেন্দ্রে অসদাচরণকারী বা ভোটকেন্দ্র অধিকর্তার আইনানুগ আদেশ পালনে ব্যর্থ কোন ব্যক্তিকে অপসারণ করিতে পারিবেন এবং অপসারিত কোন ব্যক্তি, ভোটকেন্দ্র অধিকর্তার অনুমতি ব্যতীত, পুনরায় ঐ দিনে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না এবং তিনি কোন ভোটকেন্দ্রে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইলে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বিনা গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন ক্ষমতা এমনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না যাহাতে কোন ভোটার ভোটদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

৪৪। **ভোট প্রদান।** (১) ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে ভোটার তালিকার সহিত মিলাইয়া সন্তুষ্ট হইবার পর, তাহাকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি ব্যালট পেপার সরবরাহ করিয়া বা ইভিএম ব্যবহার করিয়া ইলেকট্রনিক ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের অনুমতি প্রদান করা হইবে।

(২) কোন ভোটার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা অন্যভাবে অক্ষম হইলে উক্ত ভোটারকে সঙ্গীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইবে।

৪৫। **নির্ধারিত সময়ের পর ভোট প্রদান।**— ভোটগ্রহণ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কেন্দ্রের বেষ্টনীর ভিতর উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাহারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

৪৬। **ভোট গণনা।**- এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধান অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা করিবেন এবং ফলাফল প্রকাশ করিবেন।

নির্বাচনের ফলাফল ও নির্বাচন পরবর্তী কার্যক্রম

৪৭। ফলাফল একত্রীকরণ, নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা ইত্যাদি।-নির্বাচন অধিকর্তা, বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র হইতে ভোট গণনার বিবরণী নির্ধারিত ছকে প্রাপ্তির পর বিধি অনুসারে ফলাফল একত্রিকরণ করিবেন এবং সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

৪৮। **ভোটের সমতার ক্ষেত্রে করণীয়।**- যেই ক্ষেত্রে ভোট গণনার ফলাফল একত্রীকরণের পর দেখা যায় যে, কোন পদে দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান, সেই ক্ষেত্রে উক্ত পদে সমান ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীর মধ্যে পুনঃভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য এবং উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সমান ভোট প্রাপ্ত হইলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারিত হইবে।

৪৯। **ফলাফল প্রকাশ।**-নির্বাচন অধিকর্তার নিকট হইতে নির্বাচিত প্রার্থীর ও ক্ষেত্রবিশেষ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রাপ্তির পর কমিশন সরকারি গেজেটে উহা প্রকাশ করিবেন।

৫০। **জামানত বাজেয়াপ্ত বা ক্ষেত্রমত ফেরত প্রদান।**—মনোনয়নপত্রের সাথে জামানত হিসাবে প্রদত্ত অর্থ, প্রার্থী বা তাহাদের আইনগত প্রতিনিধির নিকট ফেরত দেওয়া হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যিনি নির্বাচনে প্রদত্ত সর্বমোট ভোটের এক অষ্টমাংশ হইতে কম ভোট পাইয়াছেন, তাহার জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান না করিয়া সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৫১। **কতিপয় নির্বাচনী দ্রব্যাদি ও দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণ।** (১) নির্বাচন অধিকর্তা কমিশনের পক্ষে নির্ধারিত দ্রব্যাদি ও দলিলাদি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উপধারা (১) এ উল্লেখিত দ্রব্যাদি ও দলিলাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং অতঃপর কমিশন, কোন আদালত ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, ঐগুলি বিনষ্ট করাইয়া ফেলিবেন।

(৩) উপ ধারা (১)এর অধীন নির্ধারিত কতিপয় দলিলাদি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং নির্ধারিত ফি প্রাপ্তি ও শর্তপূরণ সাপেক্ষে, উক্ত দলিলাদির অনুলিপি বা উহার উদ্ধৃতাংশ পাওয়া যাইবে।

নির্বাচনী ব্যয়

৫২। **নির্বাচনী ব্যয়।**- (১) ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ সদস্য ও জেলা পরিষদ সদস্য ব্যতীত সকল প্রার্থী মনোনয়নপত্রের সহিত সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় ও উহার উৎসের বিবরণী নির্বাচন অধিকর্তার নিকট নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় দাখিল করিবেন; এবং

(২) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইবার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অধিকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

৫৩। **নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা।**- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা, ব্যয়ের হিসাব ও এতদ্সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয় সীমা ও সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি

৫৪। **নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন** ।- কমিশন, এই আইনের অধীন নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য-

(১) সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

(২) পৌরসভা নির্বচনের ক্ষেত্রে উপধারা (১) এর অনুরূপ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

(৩) জেলা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তা সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং একজন জেলা জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

(৪) উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপধারা (৩) এর অনুরূপ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

(৫) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

৫৫। **নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের অধিক্ষেত্র এবং এখতিয়ার** ।- এই আইনের অধীন নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারের জন্য কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ধারা ৫৪ এর অধীন গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালের স্থানীয় অধিক্ষেত্র ও এখতিয়ার নির্ধারণ করিবে।

৫৬। **নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা** ।- দেওয়ানী কার্যপ্রণালী বিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কোন মোকদ্দমার বিচারকারী দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল এর থাকিবে এবং উহা ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৪৮০ ও ৪৮২ এর অধীন এখতিয়ার সম্পন্ন একটি আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৭। **নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি।**- এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রতিটি নির্বাচনী দরখাস্ত, দেওয়ানী কার্যপ্রণালী বিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন যে পদ্ধতিতে মোকদ্দমা বিচার করা হয়, যতদূর সম্ভব, অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল-

(ক) কোন স্বাক্ষীর জবানবন্দি চলাকালে তদ্‌প্রদত্ত সাক্ষ্যের সারমর্ম সম্বলিত একটি স্মারক প্রস্তুত করিবেন, যদি না কোন স্বাক্ষীর পূর্ণ সাক্ষ্য গ্রহণের বিশেষ কারণ রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং

(খ) কোন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, যদি উহা বিবেচনা করেন যে, উক্ত স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নহে অথবা বিচারকার্য বিলম্বিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন তুচ্ছ কারণে তাহাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হইয়াছে।

৫৮। **নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল।**- । (১) এই আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন বা গৃহীত নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত অন্য কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) কোন নির্বাচনের প্রার্থী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন আদালত -

(ক) প্রতিষ্ঠানের কোন পদের নির্বাচন মুলতবী রাখিতে;

(খ) এই আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কোন ব্যক্তিকে তাহার দায়িত্ব গ্রহণে বিরত রাখিতে;

(গ) এই আইন অনুযায়ী নির্বাচিত কোন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কোন ব্যক্তিকে তাহার কার্যলয়ে প্রবেশ করা হইতে বিরত রাখিতে-

নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবে না।

৫৯। **বিরোধ নিষ্পত্তি।**- (১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনী ট্রাইবুনালে নির্বাচনী দরখাস্ত দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গঠিত ট্রাইব্যুনাল পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন দরখাস্ত, উহা দায়ের করিবার ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গঠিত নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে আপিল দায়ের করিবার ১৮০ (একশত আশি) মধ্যে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(৫) নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬০। **নির্বাচনী দরখাস্ত স্থানান্তর।**- কমিশন নিজ উদ্যোগে, অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন এক পক্ষের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে, মামলার যে কোন পর্যায়ে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপিল এক ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য কোন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে, বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে; এবং যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে বা নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনী দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনী দরখাস্ত , অথবা নির্বাচনী আপিল দরখাস্ত স্থানান্তর করা হয়, সেই নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে, উক্ত দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত, আপিল যে পর্যায়ে স্থানান্তর করা হইয়াছে, সেই পর্যায় হইতে উহার বিচারকার্য চলিতে থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপিল যে ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হইয়াছে সেই নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল অথবা নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল, উপযুক্ত মনে করিলে, ইতঃপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

৬১। **নিবার্চনি দরখাস্ত, আপিল ইত্যাদি দায়ের পদ্ধতি।**-নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপিল দায়েরের পদ্ধতি, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

কমিশনের ক্ষমতা

৬২। **কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রত্যাহার।**- সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন নির্বাচনী কর্মকর্তার কার্যক্রম সন্তোসজনক না হইলে কমিশন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাকে প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এবং তদস্থলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৬৩। **কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা।**- ভিন্নরূপ কোন বিধান ব্যতীত, নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ নাই মর্মে প্রতীয়মান হইলে কমিশন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কোন পর্যায়ে ভোট গ্রহণ বন্ধ, নির্বাচনী কর্মকর্তার কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা, সমগ্র নির্বাচনী কার্যক্রম বাতিল এবং প্রাসঙ্গিক আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৬৪। **নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম রোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়ন** ।- (১) কমিশন নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অবৈধ কার্যকলাপ সংঘটনের জন্য দায়ী কোন ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে অনুরূপ কার্য করা হইতে তাৎক্ষণিকভাবে বিরত থাকিবার জন্য বা সংশোধন করিবার জন্য কোন আদেশ বা নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রদান করিতে পরিবেন।

(২) কমিশন, অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ আচরণবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং আচরণবিধির কোন বিধান লংঘন উপ-ধারা (১) এ বিধৃত অর্থে নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কমিশন, উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্য প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) ও প্রচলিত অন্যান্য আইন অনুযায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচার কার্য সম্পন্ন করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্যকলাপের দায়ে প্রার্থী ব্যতীত কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্থ হইলে অথবা আচরণ বিধি লংঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্যকলাপের দায়ে কোন প্রার্থী দোষী সাব্যস্থ হইলে অথবা আচরণ বিধি লংঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৬) কোন রাজনৈতিক দল, উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন কার্যকলাপ সংঘটিত করিলে অথবা আচরণ বিধি লংঘন করিলে অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৬৫। **প্রার্থিতা বাতিল** ।- (১) এই আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কমিশনের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী প্রতিনিধি বা তাহার নির্দেশে বা সম্মতিতে, অন্য কোন ব্যক্তি গুরুতর বেআইনী কার্য সংঘটিত করিতেছেন বা কোন বিধান বা এই আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিয়াছেন বা লংঘনের প্রচেষ্টা করিতেছেন, যাহার জন্য তিনি নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তদন্ত সাপেক্ষে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহার প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষেত্রে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত নির্বাচনী এলাকার অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বা ক্ষেত্রমত উক্ত নির্বাচনী এলাকায় পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

অপরাধ, দণ্ড ইত্যাদি

৬৬। অনৈতিক কার্যকলাপ ও শাস্তি। -(১) কোন ব্যক্তি অনৈতিক বা নীতি বিগর্হিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি-

(ক) তিনি -

(অ) কোন প্রার্থীর নির্বাচনকে পরিকল্পিতভাবে প্রতিকূলতার সহিত ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনে অগ্রগতি সাধনে সহায়তা অথবা ক্লেশলভ্য করার উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী বা তাহার কোন আত্মীয়ের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে কোন বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত বিবৃতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং তিনি উহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন ; বা

(আ) কোন প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে, অনুরূপ প্রতীক প্রার্থীকে দেওয়া হইয়াছে কি হয় নাই মর্মে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করেন; বা

(ই) কোন প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করেন;

(খ) কোন প্রার্থী কোন বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায়. গোষ্ঠি, বর্ণ, উপ-দল বা উপ-জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণে তাহাকে ভোট প্রদানের বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহবান বা প্ররোচিত করেন; বা

(গ) ভোট প্রদানের জন্য ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত বা অপেক্ষায় আছেন এমন কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদানে বাঁধা প্রদান করিয়া ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬৭। বেআইনী আচরণ ও শাস্তি।- (১) আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি বেআইনী কার্যকলাপের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন প্রার্থীর নির্বাচন ত্বরান্বিত বা ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সহায়তা লাভ করেন বা করিবার চেষ্টা করেন;

(খ) ধারা ৫২ এর বিধান পালনে ব্যর্থ হন বা লংঘন করেন;

(গ) ভোট প্রদানের যোগ্য নহেন সত্ত্বেও, কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার বা ইলেট্রনিক ব্যালট চাহেন;

(ঘ) একই ভোটকেন্দ্রে একাধিকবার ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার বা ইলেট্রনিক ব্যালট চাহেন;

(ঙ) একই নির্বাচনে একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান বা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার বা ইলেক্ট্রনিক ব্যালট চাহেন;

(চ) ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার বা বা ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইউনিট অন্যত্র সরাইয়া ফেলেন;

(ছ) জ্ঞাতসারে, কোন প্রার্থীকে সমর্থন বা বিরোধিতা করিবার লক্ষ্যে, নিজে এবং নিজ পরিবারের সদস্যগণকে ব্যতীত, অন্য কোন ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে আনা বা নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন যান বা নৌযান ভাড়া দেন, ভাড়া করেন, ধার নেন, নিয়োগ করেন বা ব্যবহার করেন; বা

(জ) জ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে দফা (ক) হইতে (ছ) তে বর্ণিত যে কোন কাজ করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬৮। **ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান ও শাস্তি।** -(১) কোন ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন যদি তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করা বা ভোট প্রদানে বিরত থাকার বা প্রার্থী হইবার বা প্রার্থী না হইবার বা প্রার্থী না হইবার কারণে ঘুষ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন বা চুক্তিবদ্ধ হন।

(২) কোন ব্যক্তি ঘুষ প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি-

(ক) অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ বা পুরস্কারের বিনিময়ে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা উহা হইতে বিরত রাখিতে বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে বা প্রদান করা হইতে বিরত রাখিতে বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচন হইতে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার জন্য প্ররোচিত করেন ; বা

(খ) কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বা উহা হইতে বিরত থাকার কারণে বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকার কারণে বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার কারণে পুরস্কৃত করেন।

ব্যাখ্যাঃ- এই ধারায় ''ঘুষ'' বলিতে আর্থিক বা অর্থে নিরূপণযোগ্য কোন সুবিধা বা অবৈধ আনুতোষিকের বিনিময়ে সর্বপ্রকার আপ্যায়ন বা নিযুক্তি বুঝাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) ও (২) এ উল্লিখিত ঘুষ গ্রহণ বা প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬৯। **অন্যের নাম ধারণের শাস্তি।**- যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন জীবিত, মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির নাম ধারণ করিয়া ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার বা ইলেক্ট্রনিক ব্যালট চাহেন তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭০। অবৈধ প্রভাব বিস্তার ও শাস্তি।- (১) কোন ব্যক্তি অবৈধ প্রভাব বিস্তারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে বা উহা হইতে বিরত থাকিতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থী হইতে বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে, তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে-

(অ) কোন প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন;

(আ) কোন আঘাত, ক্ষতি, সম্মানহানি বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ই) কোন সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ঈ) কোন ধর্মীয় দন্ড প্রদান করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন; বা

(উ) কোন সরকারি প্রভাব বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন।

(খ) কোন ব্যক্তি ভোট প্রদান করিবার কারণে বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে বা প্রার্থী হইবার বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার কারণে, দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) হইতে (উ) তে বর্ণিত কোন কাজ করেন;

(গ) অপহরণ, বলপ্রয়োগ বা কোন প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে-

(অ) কোন ভোটার কর্তৃক তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধা দান করেন; বা

(আ) কোন ভোটারকে ভোট প্রদান করিতে বা প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যাঃ- এই উপধারায় ''সম্মানহানি'' বলিতে সামাজিক ভৎসনা একঘরেকরণ বা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় হইতে বহিস্কারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭১। **ভোটগ্রহণ শুরু হইবার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল, ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও শাস্তি।**- (১) কোন নির্বাচনী এলাকার ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ (বত্রিশ) ঘন্টা, ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১২টা এবং ভোটগ্রহণের দিন রাত্রি ১২টা হইতে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচনী

এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করিতে এবং কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংঘঠিত করিতে বা উহাতে যোগদান করিতে পারিবেন না।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন আক্রমণাত্মক কাজ বা বিশৃংখলামূলক আচরণ করিতে পারিবেন না;

(খ) ভোটার বা নির্বাচনী কার্যে নিয়োজিত বা দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিতে পারিবেন না; বা

(গ) কোন অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) অথবা (২) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭২। **ভোটকেন্দ্র বা উহার নিকটস্থ স্থানে নির্বাচনী প্রচারণা করিবার শাস্তি।**- (১) কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের তারিখে ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রচারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি-

(ক) ভোটের জন্য প্রচারণা চালান;

(খ) কোন ভোটারের নিকট ভোট প্রার্থনা করেন;

(গ) কোন ভোটারকে নির্বাচনে ভোট প্রদান না করিবার জন্য বা কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান না করিবার জন্য প্ররোচিত করেন; বা

(ঘ) নির্বাচন অধিকর্তার বিনা অনুমতিতে, প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টের জন্য এবং ভোটকেন্দ্রের ১০০ (একশত) গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত ভোটারগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কোন নোটিশ, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা প্রদর্শন বা সংকেত প্রদান করেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

৭৩। **ভোট গ্রহণের তারিখে মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী যন্ত্র ব্যবহারের শাস্তি।**- কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি ভোট গ্রহনের তারিখে-

(ক) ভোটকেন্দ্র হইতে শোনা যায় এমনভাবে কোন মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করেন;

(খ) অনবরত ভোটকেন্দ্রে শোনা যায় এমনভাবে চিৎকার করেন;

(গ) এইরূপ কোন কাজ করেন যাহা-

(অ) ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদানের জন্য আগত কোন ভোটারকে বিরক্ত করে বা তাহার অসন্তোষ ঘটায়; বা

(আ) ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, সহকারী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, ভোটকক্ষ কর্মকর্তা বা ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব পালন ব্যাহত করে; বা

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) তে উল্লিখিত কোন কাজ করিতে সহায়তা করেন।

৭৪। **মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার, বা ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইত্যাদি বিকৃত বা নষ্ট করিবার শাস্তি।**- (১) কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের উপর সরকারি সীলমোহর ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত বা বিনষ্ট করেন ;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটকেন্দ্র হইতে কোন ব্যালট পেপার বা ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইউনিট বাহির করিয়া লইয়া যান, অথবা কোন ব্যালট বাক্সের ভিতরে আইন অনুসারে ঢুকাইতে পারিবেন এইরূপ ব্যালট পেপার ব্যতীত অন্য কোন ব্যালট পেপার ঢুকান;

(গ) ভোটকেন্দ্রের বাহিরে কোন ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপার বহি নিজ দখলে রাখেন বা জনসাধারণকে উহা প্রদর্শন করেন;

(ঘ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতীত-

(অ) কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার বা ইলেক্ট্রনিক ব্যালট সরবরাহ করেন;

(আ) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে এইরূপ কোন ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের প্যাকেট বা ইভিএম নষ্ট করেন, গ্রহণ করেন, খোলেন বা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ করেন; বা

(ই) এই আইনের বিধান অনুযায়ী কৃত কোন সীলমোহর ভাঙ্গেন;

(ঙ) কোন ব্যালট পেপার বা মার্কিং সীল জাল করেন;

(চ) ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হইবার পর অবিলম্বে অনুসরনীয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আরম্ভ করিতে, পরিচালনা করিতে বা প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটান বা বাধার সৃষ্টি করেন;

(ছ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য বা নির্বাচন বানচালের জন্য কোন ভোটকেন্দ্র বা ভোটকক্ষ বলপূর্বক দখল করেন বা দখল করিবার ব্যাপারে সহায়তা করেন বা পরোক্ষভাবে সমর্থন প্রদান করেন;

(জ) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে ব্যালট পেপার বা ইলেক্ট্রনিক ব্যালট, ব্যালট বাক্স বা ইভিএম বা ভোট সংক্রান্ত অন্য কোন বস্তু বা দলিলপত্র সমর্পন করিতে বাধ্য করেন এবং এইরূপ কোন কাজ করেন যাহা সুশৃংখলভাবে ভোট গ্রহণ বা ভোট গণনা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে;

(ক) ভোটকেন্দ্র হইতে কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী প্রতিনিধি বা ভোটকক্ষ প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করেন এবং ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে তাহাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন কার্য চালাইয়া যাইতে বাধ্য করেন;

(ঞ) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে বিতাড়িত করিয়া ব্যালট পেপার বা ইলেক্ট্রনিক ব্যালট বা ব্যালট বাক্স বা ইভিএম, ভোট সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং দলিলপত্র বলপূর্বক দখল করেন এবং তাহার ইচ্ছানুযায়ী উহা অসৎভাবে ব্যবহার করেন; বা

(ট) কেবল তাহার সমর্থক বা তাহার প্রার্থীর সমর্থকগণকে ভোট প্রদানে সাহায্য করেন এবং অন্য সকলকে ভোট প্রদান করা হইতে বিরত রাখেন।

(২) নির্বাচন অধিকর্তা, সহকারী নির্বাচন অধিকর্তা, ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, সহকারী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) হইতে (ট) তে বর্ণিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৫। **ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতার শাস্তি।**- কোন নির্বাচন অধিকর্তা, সহকারী নির্বাচন অধিকর্তা, ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, সহকারী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা বা ভোটকক্ষ কর্মকর্তা বা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত কোন প্রার্থী, নির্বাচনী প্রতিনিধি বা ভোটকক্ষ প্রতিনিধি বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি-

(ক) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে বা রক্ষায় সাহায্য করিতে ব্যর্থ হন;

(খ) কোন আইনানুগ উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পূর্বে সরকারি সীলমোহর সম্পর্কে কোন তথ্য কোন ব্যক্তিকে সরবরাহ করেন; বা

(গ) কোন বিশেষ ব্যালট পেপার দ্বারা কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হইয়াছে তদ্‌সম্পর্কে ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোন তথ্য প্রকাশ করেন।

৭৬। **কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদানে প্ররোচিত, ইত্যাদি করিবার শাস্তি।** -কোন নির্বাচন অধিকর্তা, সহকারী নির্বাচন অধিকর্তা, ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, সহকারী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা বা ভোটকক্ষ কর্মকর্তা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদানে প্ররোচিত করেন;

(খ) কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদান করা হইতে নিবৃত করেন;

(গ) কোনভাবে কোন ব্যক্তির ভোট প্রদান প্রভাবিত করেন; বা

(ঘ) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করেন।

৭৭। **সরকারি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার শাস্তি।**- কোন নির্বাচন অধিকর্তা, সহকারী নির্বাচন অধিকর্তা, ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, সহকারী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা অথবা এই আইন দ্বারা বা অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা

সরকারি দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কোন সরকারি দায়িত্ব পালন করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস এবং অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৮। **সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহারের শাস্তি।**- প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি কোনভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন।

৭৯। **ফৌজদারী কার্য প্রণালীর প্রয়োগ, ইত্যাদি।**— (১) এই আইনের অধীন কৃত অপরাধের জন্য কোন অভিযোগ দাখিল, তদন্ত, শুনানী, আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি এবং বিচারের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধি এর বিধানাবলী অনুসরণ করা হইবে।

(২) নির্বাচন অধিকর্তাসহ নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থ হইলে, কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদানে প্ররোচনা করিলে, সরকারি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে ও সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করিলে এই আইনের ধারা ৭৫, ধারা ৭৬, ধারা ৭৭, ও ধারা ৭৮ এ বর্ণিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধসমূহ আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য হইবে।

৮০। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক গ্রেফতার ও অবৈধ দ্রব্যাদি অপসারণ ক্ষমতা।**— এই আইনের বিধান প্রতিপালনার্থে ফৌজদারী কার্যবিধিতে, বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য-

(ক) তিনি পুলিশ কর্মকর্তা না হইলেও, ভোট গ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে নির্বাচনী কর্মকর্তা ব্যতীত, কোন ব্যক্তিকে ধারা ৬৬ এর উপধারা (১), ধারা ৬৭ এর উপধারা (১) এর দফা (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ), ধারা ৬৮, ধারা ৬৯, ধারা ৭০, ধারা ৭১, ধারা ৭২, ধারা ৭৩, ধারা ৭৪ এর উপধারা (১) এর দফা (ক) ও ধারা ৭৬ এর অধীন কৃত কোন অপরাধের জন্য অথবা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য বিনা গ্রেপ্তারি পরওয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন;

(খ) নির্বাচন অধিকর্তা বা ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, বা ক্ষেত্রমত কমিশন এর নির্দশক্রমে দফা (ক) এ অধীন কৃত কোন অপরাধের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে বিনা গ্রেপ্তারি পরওয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন;

(গ) এই আইনের অধীন, ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে বা ভোটকেন্দ্রে কোন অপরাধ করিবার কারণে ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা কর্তৃক অপসারিত কোন ব্যক্তিকে বিনা গ্রেপ্তারি পরওয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন;

(ঘ) ধারা ৭২ এর অধীন কোন নোটিশ, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা অথবা যন্ত্রপাতি বা বাদ্যযন্ত্র অপসারণ বা জব্দ করিতে পারিবেন; এবং

(ঙ) এই আইনের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের জন্য যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগসহ অন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮১। **অবৈধ প্রচারপত্র , যানবাহন ও প্রচার কার্যক্রম অপসারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতা।**- (১) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত অবৈধ প্রচারপত্র, অনুমোদনহীন যানবাহন ও প্রচার কার্যক্রম সম্পর্কে যেই সময়ে বা যেই স্থানে অবহিত হন বা উহা তাহার গোচরীভূত হয়, তৎক্ষণাৎ উহা মুছিয়া ফেলিবার বা, ক্ষেত্রমত, অপসারণ করিবার নির্দেশ দিবেন।

(২) কোন নির্বাচন অধিকর্তা, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্যকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোন দ্রব্য বা কার্যক্রম অপসারণ করিতে

নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং অনুরূপ পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এইরূপ নির্দেশ পালনে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে বা ব্যবস্থা গ্রহণে অবহেলা করিলে তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং কমিশন বা নির্বাচন অধিকর্তা অনুরোধ করিলে, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) কোন নির্বাচন অধিকর্তা, কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী প্রতিনিধিকে উপ-ধারা (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোন দ্রব্য বা কার্যক্রম অবিলম্বে অপসারণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকার বা অবহেলা করিলে, ধারা ৬৭ এর অধীন বেআইনী আচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্থ হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন অপসারিত কোন দ্রব্য প্রার্থীর দখল হইতে জব্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে হেফাজত ও ক্ষেত্রমত বিনষ্ট বা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(৬) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগসহ যে কোন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

(৭) এই আইনের অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের সময়সূচি জারির তারিখ হইতে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সময়ে গ্রহণ করা যাইবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিতে হইবে।

(৮) এই আইনের অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা, অন্য কোন বিধানের অধীন গৃহীতব্য অন্য কোন ব্যবস্থা বা আরোপিত অন্য কোন শাস্তির অতিরিক্ত হইবে।

৮২। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**- (১) কোন আদালত, কমিশনের অনুমোদনক্রমে বা কমিশন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে দায়েরকৃত কোন লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, ধারা ৭৪ এর উপধারা (২), ধারা ৭৫, ধারা ৭৬, ধারা ৭৭ বা ধারা ৭৮ এর অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে আমলে নিবেন না এবং কমিশন সন্তুষ্ট হইলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তদন্ত করাইতে বা ফৌজদারী মামলা দায়ের করিতে বা করাইতে পারিবেন।

৮৩। **কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ।**- ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য ব্যতীত, আপাতত নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে ধারা ৬৯, ধারা ৭১, ধারা ৭২, ধারা ৭৩, ধারা ৭৪ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন কোন প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ও অনুরূপ কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুযায়ী অনুরূপ কোন অপরাধ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে (Summary Trial) বিচার করিতে পারিবেন।

৮৪। **কতিপয় মামলা দায়েরের সময়সীমা।**—ধারা ৬৬, ধারা ৬৭, ধারা ৬৮, ধারা ৬৯ এবং ধারা ৭০ এর অধীন কোন অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদি না—

(ক) অপরাধটির সংঘটিত হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়; বা

(খ) সংঘটিত অপরাধ নির্বাচন সংক্রান্ত হইলে এবং নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল উক্ত অপরাধ সম্পর্কে কোন আদেশ প্রদান করিয়া থাকিলে, অনুরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়।

৮৫। **গাড়ী হুকুম দখল**- (১) সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, কমিশন অনুরোধ করিলে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কর্তব্য পালনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে নির্বাচনী দ্রব্যাদি পরিবহণ বা অনুরূপ কার্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত যানবাহন বা জলযান ব্যতীত প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন বা জলযান হুকুম দখল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন হুকুম দখলকৃত যানবাহন বা জলযানের মালিককে, সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিধি ও প্রচলিত পদ্ধতিতে উহার ভাড়া নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

৮৬। **কতিপয় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বদলী**।- (১) কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের সময়সূচী প্রজ্ঞাপন এবং নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৫ (পনের) দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে, কমিশনের সহিত পরামর্শ ব্যতীত, বদলী করা যাইবে নাঃ-

(ক) সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে –

(অ) বিভাগীয় কমিশনার;
(আ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার;
(ই) জেলা প্রশাসক;
(ঈ) পুলিশ সুপার এবং
(উ) নির্বাচনী এলাকায় কর্মরত দফা (অ), (আ), (ই) ও (ঈ) তে উল্লিখিত কর্মকর্তাগণের অধঃস্তন কর্মকর্তা।

(খ) পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ এর ক্ষেত্রে –

(অ) জেলা প্রশাসক;
(আ) পুলিশ সুপার;
(ই) উপজেলা নির্বাহী অফিসার;
(ঈ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা; এবং

(উ) দফা (অ), (আ), (ই) ও (ঈ) তে উল্লিখিত কর্মকর্তাগণের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কর্মরত অধঃস্তন কর্মকর্তা।

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ ক্ষেত্রে-

(অ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার;
(আ) সহকারি কমিশনার (ভূমি)
(ই) সংশ্লিষ্ট সার্কেল সহকারি পুলিশ সুপার; এবং
(ঈ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

(উ) দফা (অ), (আ), (ই) ও (ঈ) তে উল্লিখিত কর্মকর্তাগণের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কর্মরত অধঃস্তন কর্মকর্তা।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন কোন বিভাগীয় কমিশনার বা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বা জেলা প্রশাসক বা পুলিশ সুপার বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা

তাহাদের অধঃস্তন কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার বাহিরে বদলী করা প্রয়োজন বলিয়া লিখিতভাবে অনুরোধ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মকর্তাগণকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলী করিবে।

(৩) নির্বাচনের ফলাফল সরকারিভাবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য তালিকাভুক্ত ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা, সহকারী ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা ও ভোটকক্ষ কর্মকর্তাকে, নির্বাচন অধিকর্তার পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার বাহিরে বদলী করা যাইবে না।

৮৭। **কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা**।- (১) এই আইনের অধীন তদন্তকালে, এইরূপ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দেওয়ানি কার্যপ্রণালী বিধি এর অধীন কোন মামলা বিচারকারী দেওয়ানি আদালতের নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কিত যে সকল ক্ষমতা থাকিবে, কমিশন সেই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) কোন ব্যক্তিকে সমন দেওয়া ও তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করা এবং শপথপূর্বক তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোন দলিল বা সাক্ষ্য হিসাবে পেশযোগ্য অন্য কোন বস্তু প্রদর্শন ও পেশ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান এবং হলফনামা সহকারে সাক্ষ্য গ্রহণ করা;

(ঘ) কোন দপ্তর হইতে কোন সরকারি নথি বা উহার কোন অনুলিপি তলব করা এবং সাক্ষী বা দলিলপত্র পরীক্ষার জন্য জারি করা।

(২) কমিশনের সম্মুখে পরিচালিত কোন কার্যধারা দণ্ড বিধি এর ধারা ১৯৩ ও ২২৮ এ বিধৃত অর্থে বিচারিক কার্যধারা হিসাবে গণ্য হইবে ।

(৩) কমিশন ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধি এর ধারা ৪৭৬, ৪৮০ ও ৪৮২ এ বিধৃত অর্থে একটি দেওয়ানি আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কমিশনের উপর উহার কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) এই আইনের কোন বিধানের অধীন কমিশনের কর্তৃত্বাধীনে বা নির্দেশে তদন্ত পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তির, এই ধারার অধীন কমিশনের উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, সেই একই ক্ষমতা থাকিবে।

হেফাজত ও বিধি প্রণয়ন

৮৮। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।- (১) কমিশন বা কোন নির্বাচন অধিকর্তা বা ভোটকেন্দ্র অধিকর্তা বা ভোটকক্ষ কর্মকর্তা কর্তৃক, বা তদ্‌কর্তৃত্বাধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, অথবা প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের বৈধতার বিষয়ে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) কমিশন বা উহার কোন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা রজু বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৮৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৯০। **অসুবিধা দূরীকরণ**।- এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে কমিশন, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, নির্বাহী আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারবেন:

৯১। **আইনের ইংরেজী পাঠ**।) –(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর কমিশন, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে, যাহা এই আইনের নির্ভরযোগ্য

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব

ভূমিকা: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং সংসদ সদস্য নির্বাচন সহকারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে. দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৫০০ এর অধিক। নির্বাচন কমিশনের কাছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং সংসদ সদস্য নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র আইন ন্যস্ত থাকলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পরিচালনার জন্য আলাদা আইন নেই। সে কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি একক আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তর: নিম্ন ছক মতে দেশের নগর অঞ্চলে দুটি ও পল্লি অঞ্চলে তিনটিসহ মোট পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ক্রমিক	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	সংখ্যা
১	সিটি কর্পোরেশন	১২
২	পৌরসভা	৩২৪
৩	জেলা পরিষদ	৬১
৪	উপজেলা পরিষদ	৪৯২
৫	ইউনিয়ন পরিষদ	৪৫৬৯

বিদ্যমান আইন: সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক স্তরের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনিক আইন প্রণয়ন করেছে। সেগুলোর ভেতর কতিপয় অধ্যায় ও ধারার অধীনে নির্বাচন পরিচালনার বিধি-বিধান সংযোজন করে দেয়া আছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রণীত আইন অংশের অধিকাংশ উপাদান এক ও অভিন্ন। ছোট-খাটো ব্যতিক্রম থাকলেও তা সন্নিবেশন করে একটি একক আইন প্রণয়ন করা গেলে নির্বাচন পরিচালনার কাজ সহজতর হবে।

নতুন আইনের প্রেক্ষাপট: দেশের ভোটারের সংখ্যা প্রায় এগারো কোটি। তারা জাতীয় সংসদসহ সব প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। ছকে উল্লেখিত বিশাল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন পরিচালনাকালে স্থানীয় দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শত সহস্র ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পাঁচটি স্তরের প্রশাসনিক আইনের ভেতর থেকে নির্বাচন পরিচালনার বিধি-বিধান খুঁজে খুঁজে বার করে আয়ত্তে আনা তাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগত অবস্থান রয়েছে। সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য কমিশনের হাতে আলাদা আইন রয়েছে। রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থিতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অংশ গ্রহণের নতুন বিধান সংযোজিত হয়েছে। এ সব বিবেচনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা অপরিহার্য বলে কমিশন ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

নতুন আইনের প্রস্তাব: বিদ্যমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি সাকল্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তা প্রণীত হলে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিগণ একক আইনের মধ্যে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন পরিচালনার বিধানাবলি দেখতে পাবেন, বুঝতে পারবেন এবং সহজে তা প্রয়োগ করতে পারবেন। তাতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে। এই প্রেক্ষিতে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০" এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

02/10/2020

ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) হইবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৯২। **আইনের প্রাধান্য ও হেফাজত।**– (১) ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন, জেলা পরিষদ আইন, পৌরসভা আইন ও সিটি কর্পোরেশন আইন এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আইনের অধীনে প্রদত্ত আদেশ, কৃতকাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন এই আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ, কৃতকাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন বলিয়া গণ্য হইবে।

--- --- --- -- --- --- --- --

02/10/2020

মোঃ আবুল কাসেম
যুগ্মসচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ঢাকা।